بسم الله الرحمن الرحيم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَرَّمَنَا بِالْعِلْمِ وَالْبَیَانِ ۞ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی عَالِمِ مَا یَکُوْنُ وَمَا کَانَ

আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
International Razvia Ulama Parishad
প্রতিষ্ঠাতা-পৃষ্ঠপোষক: পীরে ত্বরীকৃত মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী (মা.জি.আ.)

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ
দাপ্তরিক কার্যালয় : ১১০, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Central Branch : Razvia Dargah Sharif, Netrakona, Bangladesh
Official Branch : 110, Fakirapool, Dhaka-1000, Bangladesh

Mobile : + 88 01747138181, 01822835743, 01845791452, 01726151953

ফাত্ওয়া

♦ প্রশ্নকারী: মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ রেজভী, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

❑ **প্রশ্ন:** তাজিমী সিজ্দার হুকুম কি? কিছু লোক এ বলে বিভ্রান্তী ছড়াচ্ছে যে, আ'লা হযরত ইমাম আহ্মাদ রেযা খান বেরেলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি না-কি তা'জিমী সিজ্দা জায়িয বলেছেন। দলিল স্বরূপ তারা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হাফিজ আনিসুজ্জামান সাহেব কর্তৃক অনুদিত আ'লা হযরত কিবলার একটি বই 'কালামে রেযা' থেকে নিম্নোক্ত লাইন দু'টো উল্লেখ করে থাকে:

"দুয়ারে রাজ রাজড়া গড়ায়, নসীবে পড়বে আশায়,
সূফীরা মাথা ঠেকায় সে পদচিহ্নে তোমার ॥"

এছাড়াও ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়ার ১৫তম খন্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় না-কি আ'লা হযরত কিবলা তা'জিমী সিজ্দাকে জায়িয বলেছেন। এ বিষয়ে জবাব প্রদান করে বাধিত করবেন।

✍ জবাব:

☑ **প্রথমত:**

তা'যীমী সিজ্দার হুকুম সম্পর্কে আমরা পূর্বের একটি ফাতাওয়ায় সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি। তা হলো:

'সিজদা' দু' প্রকার। ইবাদতের সিজ্দা ও সম্মানের সিজদা (তা'যীমী সিজ্দা)। সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদতের সিজ্দা করলে মুশ্রিক-কাফের হয়ে যাবে। আর সম্মানের সিজ্দার ব্যাপারেও সকল ইমামগণ একমত যে, তা শরীয়তে মুহাম্মদীতে হারাম (শিরক বা কুফর নয়)। কারণ পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে তাঁর পিতা এবং ভাইদের সিজ্দা করার মর্মে বর্ণিত রয়েছে। এছাড়াও আদম আলাইহিস্ সালামকে ফিরিশ্তাগণ সিজ্দা করেছেন- তাও কুরআন পাকে রয়েছে। সম্মানের সিজদা 'শিরক' হলে ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম সিজ্দার অনুমতি দিতেন না। কারন, শিরক-এর হুকুম সকল নবীগণ-এর শরীয়তে সমান। আর 'তা'যীমী সিজ্দা' পূর্ববর্তী নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম-এর উম্মতের জন্য 'মুবাহ-জায়িয' ছিল। কিন্তু তা আমাদের নবীর শরীয়ত তথা শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতে স্পষ্ট হারাম। জামি'উত্ তিরমিযী, সহীহ ইবনি হিব্বান, মুস্তাদরাক লিল হাকীম, মুস্নাদে বায্যার ও সুনানে বায়হাক্বীতে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেন-

لو كان ينبغي بشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها

-'যদি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষ কর্তৃক সিজ্দা করা যেত, তাহলে আমি স্ত্রীকে বলতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজ্দা করে।' ইমাম তিরমিযী বলেন, 'হাদীসটি হাসান-সহীহ।'

অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে নবীজীকে সাহবাগণ সিজ্দা করতে অনুমতি চাইলে তিনি পূর্বোক্ত কথাটিই ইরশাদ করেন। এ বিষয়ক হাদীসগুলো অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। মুহাদ্দিসগণের নিকট একথা স্পষ্ট যে, অর্থগত তাওয়াতুর দ্বারাও কিতাবুল্লাহ্ মানসুখ হতে পারে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমাদ রেযা খান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র "আয-যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্ ফী হুরমাতি সিজ্দাতিত্ তাহিয়্যাহ্" কিতাবটি দ্রষ্টব্য।

☑ দ্বিতীয়তঃ

এটি ছিল পূর্বে প্রদত্ত ফাত্ওয়ার কপি। এখন শুনুন, যারা এ কথা বলে বিভ্রান্তী ছড়াতে চেষ্টা করছে যে, **"চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত শাহ্ আহ্মাদ রেযা খান বেরেলভী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা'যীমী সিজ্দাকে জায়িয বলেছেন"**- তারা মূলতঃ নিজেদের এ শরীয়ত গর্হিত কাজকে বৈধ করার জন্য তাঁর প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করছে মাত্র। এদের ফিত্না থেকে দূরে থাকতে হবে। আ'লা হযরত কিবলা তা'যীমী সিজ্দা হারাম প্রমাণ করার জন্য স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করেছেন "আয-যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্ ফী হুরমাতি সিজ্দাতিত্ তাহিয়্যাহ্" নামে। যাতে তিনি পবিত্র কুরআন কারীমের সূরা আলে ইমরান-এর ৮০নং আয়াত করীমা উল্লেখপূর্বক এর ব্যাখ্যায় মুস্নাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইকলিল ফী ইস্তিম্বাতিত্ তানযীল, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে মাদারিক, তাফসীরে কাশ্শাফ, তাফসীরে আবুস্ সাউদ, তাফসীরে কবীর, জুমালসহ আরো অনেক তাফসীর গ্রন্থের আলোকে তা'যীমী সিজ্দাকে হারাম প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও তিনি ৪০টি হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ১৫০টি ফিক্বহ বা ফাতাওয়ার দলীল দ্বারা তা'যীমী সিজ্দাকে হারাম প্রমাণ করেছেন। পাশাপাশি যে সকল রিওয়ায়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে ফিত্নাবাজরা তা'যীমী সিজ্দাকে বৈধতা দিতে চায় এগুলোর খন্ডন করে তাদের দলীলসমূহের অসাড়তাও প্রমাণ করেছেন। এরপরও যদি কেউ আ'লা হযরত কিবলাকে এ ধরনের অপবাদ দেয় তাদেরকে কি বলা যায়- 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্'র লা'নত'।

উল্লেখ্য যে, তা'মীমী সিজ্দা হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এগুলো 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছেছে। মুতাওয়াতির হাদীস হলো– "যে হাদীসের প্রত্যেক পর্যায়ে রাভী বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত বেশি যে, তাঁদের প্রত্যেকে মিথ্যার উপর ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব।" উসূলুল্ হাদীসের কিতাবসমূহে এসেছে, এ সকল হাদীসের বর্ণনাকারীগণ প্রতিস্তরে কমপক্ষে ১০জন হতে হবে। অথচ আ'লা হযরত কিবলা তা'যীমী সিজ্দা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ৪০টি সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উসূলুল্ হাদীসের কিতাবসমূহে তা-ও এসেছে যে, এ বর্ণনা শব্দগত (لفظی) হোক বা অর্থগত (معنوي) হোক সবক্ষেত্রেই এর উপর আমল করা ওয়াজিব। মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকার করা কুফুরী। ইরশাদুল ফুহুল ও মুযাকারাহ্ ফী উসূলিল ফিক্বহ কিতাবসহ উসূলুল ফিক্বহের কিতাবাদীতে এসেছে– 'মুতাওয়াতির এমন পর্যায়ের হাদীস যা দ্বারা কুরআনের আয়াত পর্যন্ত মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।' সুতরাং তা'যীমী সিজ্দা যেহেতু মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস দ্বারা হারাম প্রমাণিত, তাই এর বিপরীতে যদি কোন দূর্বল বর্ণনা থেকেও থাকে তা নিঃসন্দেহে আমলযোগ্য নয়।

☑ তৃতীয়তঃ

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আল্লামা হাফিজ আনিসুজ্জামান সাহেব কর্তৃক অনুদিত 'কালামে রেযা' থেকে নিম্নোক্ত লাইন দু'টো:

"দুয়ারে রাজ রাজড়া গড়ায়, নসীবে পড়বে আশায়,
সূফীরা মাথা ঠেকায় সে পদচিহ্নে তোমার ॥"

হাস্সানুল্ হিন্দ আ'লা হযরত ইমাম আহ্মাদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'হাদায়িক্বে বখ্শিশ'-এর প্রথম কবিতাটির নিম্নোক্ত লাইনসমূহের কাব্যানুবাদ:

اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے بڑا تیرا
اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا

মুহ্তারাম অনুবাদক এখানে যথার্থই অনুবাদ করেছেন। এখানে তা'যীমী সিজ্দাহ্ বৈধ বলা হয়েছে কোথায়? আশ্চর্যের বিষয়, যারা বাংলা দু'টি লাইন কবিতার অর্থ বুঝতে এত বড় ভুল করে, তারা কি করে ধর্মের ব্যাপারে ফাত্ওয়াবাজী করতে পারে! এর গদ্যানুবাদ হলো– "(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনার বারগাহের শান এমনই যে, সেখানে (শুধু দরীদ্র নয়) ধনীরাও এসে পড়ে থাকে। আপনার (চলার) রাস্তা এমনই (শান-শওকতপূর্ণ) যে, সূফীগণ সেথায় মাথা নত করে চলে।" প্রেমিকগণের জন্য তো এটাই আদব। এ লাইন দু'টির ব্যাখ্যায় আল্লামা ফায়য আহ্মাদ ওয়ায়েসী রেজভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল-হাক্বাইক্ব ফীল্ হাদাইক্ব গ্রন্থে বলেন, 'সর্বোচ্চ তা'যীম বা সম্মানের সাথে মদীনার রাস্তা অতিক্রম করার কথাই বলা হয়েছে।' اصفیا چلتے ہیں سر سے -এর শাব্দিক অর্থ হলো, সূফীগণ মাথায় চলেন। মাথায় তো আর পথ চলা যায় না; কাজেই এর অর্থ হবে সর্বোচ্চ

সম্মানের সাথে চলা। এ জন্যই ইমাম মালেক সাড়া জীবন মদীনা মুনাওয়্যারায় থাকলেও কখনো জুতা পরিধান করেন নি, যেন সরকারে দু'আলমের নূরী ক্বদম যেখানে স্পর্শ হয়েছে, সেখানে বেয়াদবী হয়ে না যায়।

☑ চতুর্থতঃ

আ'লা হযরত কিবলার বিখ্যাত কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া'-এর ১৫তম খন্ডের ৩০১-৩০২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, তাঁকে রামপুর থেকে জনাব মা'শূক্ব আলী সাহেব নামে জনৈক ব্যক্তি সাতটি পংক্তিবিশিষ্ট একটি কবিতা পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন যে, কবিতার এ লাইনগুলো মিলাদের ক্বাসীদা হিসেবে অনেকে পড়ে থাকেন; এগুলো সম্পর্কে উলামায়ে দ্বীনের বক্তব্য কি? এর মধ্যে ৪নং পংক্তিটি হলো–

(۴) جو پہنچا مرتبہ جبروت میں مسجود عالی کا ♦ تو اس جسم مطہر کو وہ نوراللہ کہتے ہیں

অর্থাৎ- যিনি সুউচ্চ মাস্‌জুদ (যাকে সিজ্‌দাহ্ করা হয়)-এর মর্যাদা জাবারুতে স্তরে উন্নীত হয়েছেন, ঐ পবিত্র শরীরকে নূরুল্লাহ্ বলা হয়।

এর জবাবে আ'লা হযরত কিবলা বলেন–

اور چہارم میں مسجود کا لفظ مناسب نہیں۔ ہاں شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں: ہزاران ہزار عاشق برآستانہ او (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سجدات می کنند وایں مرتبہ ہیچکس رانداده اند۔ مگر بطفیل ایں محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) برخے از اولیائے امت راشمہ محبوبیت آں نصیب شدہ مسجود خلائق ومحبوب دلہا گشتہ اند مثل حضرت غوث الاعظم وسلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ملخصاً) واللہ تعالیٰ اعلم۔

অর্থাৎ- চার নং পংক্তিতে مسجود (মাস্‌জূদ তথা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজ্‌দার পাত্র) শব্দটি ঠিক নয়। তবে শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ্ 'তাফসীরে আযীযীতে ফরমান– লাখো আশেক্ব হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা-এর বরকতময় আস্তানায় সিজ্‌দা করে থাকেন এবং এই মর্যাদা অন্য যাকেই প্রদান করা হয়েছে, তা ঐ মাহবুব নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা-এরই সদকা। উম্মতের ওলীগণের মধ্য থেকে যারই এ মাহবুবিয়াতের মর্যাদা মিলেছে, তিনি সৃষ্টির মাস্‌জূদ (সিজ্‌দার পাত্র) এবং মাহবুব বা প্রেমাস্পদ হয়েছেন। যেমন- হযরত গাউছুল আ'যম, সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা।'

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কবিতার লাইনে নবীজিকে 'মাস্‌জূদ' বলা হয়েছে। আর আ'লা হযরত কিবলার ফাত্ওয়া হলো যে, **নবী পাকের ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক নয়।** এখানে তিনি তা'যীমী সিজ্‌দাহ্ জায়িয ফাত্ওয়া দিলেন কোথায়? বরং বলেছেন- مسجود کا لفظ مناسب نہیں (মাস্‌জূদ তথা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজ্‌দার পাত্র) শব্দটি ঠিক নয়। অর্থাৎ কবিতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে, আর তিনি সে অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন। আর সাথে শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ্-এর একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন মাত্র। এটি ছিল শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী-এর স্বতন্ত্র বক্তব্য মাত্র, আ'লা হযরত কিবলার ফাত্ওয়া নয়। আর কারো ব্যক্তিগত বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না, যেখানে এর মোকাবিলায় কুরআনের আয়াত, হাদীসে মুতাওয়াতির এবং উম্মতের ইমামগণের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। والله تعالى اعلم

জবাব দিচ্ছেন–
মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী
সমন্বয়ক, গবেষণা ও ফাত্ওয়া বিভাগ
আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা
ই-মেইলঃ alamgirnajiry@gmail.com